Video & Pic.
www.EkushTube.com

বাংলাদেশ থেকে রেকর্ড সংখ্যক প্রতিনিধির লস এঞ্জেলেস ভ্রমন

বাংলাদেশ থেকে রেকর্ড সংখ্যক প্রতিনিধির লস এঞ্জেলেসে রোটারী ইন্টারন্যাশনাল ২০০৮ কনভেনশনে যোগদান

একুশ রিপোর্ট, ১৯ জুন, ২০০৮

গত ১৫ থেকে ১৮ জুন লস এঞ্জেলেসে বসেছিলো একটি মিনি ইউনাইটেড ন্যাশন। ১৬০টি দেশ থেকে প্রায় ২৩ হাজারেরও বেশী রোটারিয়ান সপ্তাহব্যাপী রোটারী ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশনে যোগ দেন। লস এঞ্জেলেসের এই কনভেনশনে বাংলাদেশ থেকে ২১৭ জন রোটারিয়ান যোগ দিয়েছেন। হাউস অব ফ্রেন্ডশীপ হলে জমেছিলো রোটারী মেলা। ৩০-৪০ জন বাংলাদেশী রোটারিয়ানের সাথে হাউস অব ফ্রেন্ডশীপ হলে একুশের শুভেচ্ছা বিনিময় হয়। স্থানীয় রোটারিয়ান ডঃ জয়নুল আবেদীন বাংলাদেশী রোটারিয়ানদের স্বাগত জানান।

..৩ পাতায় বাকী অংশ..

বাংলাদেশের ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর রোটারিয়ান রফিক আহমেদ সিদ্দীকি স্থানীয় রোটারিয়ান ডঃ জয়নুল আবেদীন ও প্রাক্তন গভর্নর সেলিম রেজা ও ভারত থেকে আগত একজন রোটারিয়ানকে লস এঞ্জেলেসে রোটারী ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশনে দেখা যাচ্ছে। ছবি -একুশ

প্রত্যেকের নিজস্ব সংস্কৃতি বৈচিত্র্য রয়েছে, এই বৈচিত্র্য ভাষার মধ্যে প্রকাশিত হয়

সেন্টার ফর এথনিক এন্ড অলটারনেটিভ ওপেনস ইন সিএসইউএন (সিসান) নর্থরিজ

আমেরিকায় আসা ভিন্ন বা এথনিক জাতিগুলোর মিডিয়া বা গণমাধ্যম এখন প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ কথা জানান বিমল দেশনায়েকে(পিএইচডি)। ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট ইউনির্ভসিটির সেন্টার ফর এথিনিক এন্ড অলটারনেটিভ মিডিয়া শীর্ষক এক ভাষনে তিনি এ কথা বলেন। ভাষনে তিনি উল্লেখ করেন বর্তমানে আমেরিকার ২৫ ভাগ লোক এথনিক মিডিয়ার বা ভিন্ন ভিন্ন জাতীগুলোর নিজস্ব গণমাধ্যমের আওতায় এসেছে।

ক্যালিফোর্নিয়ার ৮৫ ভাগ বা স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলা হিস্পানিক ও এশিয় আমেরিকান এবং আফ্রিকান অভিবাসি। এদের প্রত্যেকের নিজস্ব মিডিয়া বা গণমাধ্যম রয়েছে। যার সঙ্গে জাতিগুলোর যোগাযোগ রয়েছে। যখন মুলধারার মিডিয়াগুলো ক্রমহ্রাস বা ক্ষয় পাচ্ছে তখন এথনিক প্রিন্ট মিডিয়া বা সাংবাদপত্রগুলো গতিশীলতা অর্জন করছে । ফলে এথনিক মিডিয়া সেন্টার বা সংখ্যালঘু জাতিগুলোর নিজস্ব গণযোগাযোগ কেন্দ্র তৈরী করা ও তাদের নিয়ে একসাথে কাজ করা খুব জরুরী।

দেশনায়েকে বলেন , এথনিক বা ভিন্ন ভিন্ন জাতিগুলোর মিডিয়াকে আমি আমব্রেলা বা ছাতা দিয়ে বুঝাতে চাইছি। বিষয়টিকে তিনি এ ভাবে ব্যাখ্যা করেন ; বর্তমানে আমেরিকায় বেশ কয়েক রকমের মিডিয়ার উপস্থিতি রয়েছে। কিন্তু তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব সংস্কৃতি বৈচিত্র্য রয়েছে। এই বৈচিত্র্য ভাষার মধ্যে প্রকাশিত হয়। তবে এর উপাদানা সব আলাদা। এটি নির্ভর করে হিস্পানিক , ফিলিপিনো বা মিডিয়া কোন ভাষাটি ব্যবহার করা হবে তার উপর।

কোন কোন এথনিক সংবাদপত্র শুধু মাত্র খবর নিয়ে কাজ করে। আবার কেউ নিবেদিত বিনোদনে সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করতে । এ সব মিডিয়ার কোনটি আবার উভয় ধরনের তথ্য সরবরাহ করে থাকে। দেশনায়েক পর্যবেক্ষন করে দেখেছেন যে কিছু প্রকাশনা কেবল নতুন আসা অভিবাসীদের উপর মনোযোগ দেয় । আবার কিছু মিডিয়া তাদের আমেরিকার মুলধারার সাথে মিশে যাওয়ার উপর আলোচনা করে।

সব মিডিয়াকে অবশ্যই বিভিন্ন মানব প্রজাতি এবং একক একটা জাতির মধ্যে সম্পর্ক কি হবে তার উপর মনোযোগ দিতে হবে। এখানেই আমেরিকার সমস্যা জড়িত। এ কারনে ভিন্ন জাতি এবং একটি একক জাতি সর্ম্পকে ধারণা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটা সবাইকে উত্তেজনার দিকে নিয়ে যেতে থাকে।

ভিন্ন ভিন্ন জাতি বা এথনিসিটিকে বুঝতে হবে বিশ্বায়নের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু জাতির ধারনা স্থির। এই কারনেই জনগণকে একসাথে এক হয়ে শান্তিতে বসবাস করতে হবে।

ডা; দেশনায়েকে ইংল্যান্ডের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করেছেন। তিনি বলেন ভিন্ন সব জাতিগুলোর মিডিয়া পুরো সম্প্রদায়কে এক করার কাজে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই এথনিক মিডিয়া গুলো ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে কাজে আসতে পারে। বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী এ ক্ষেত্রে সাহায্য কারী ভূমিকা পালন করতে পারে। এথনিক মিডিয়া গুলোকে অবশ্য মনে রাখতে হবে যে সবাই একটা নিজস্ব দলে অবস্থান করে ও সবার নিজস্ব সংস্কৃতিক পরিচয় রয়েছে। এই ভিন্ন ভিন্ন জাতিগুলোর মিডিয়াকে অবশ্য এমন কিছু বিষয়কে তুলে আনতে হবে যা মুলধারার মিডিয়াগুলো এড়িয়ে যায়। সংস্কৃতিক গণমাধ্যমের স্মৃতি ধারণা বা দি আইডিয়া অফ কালচারল মিডিয়া মেমরি খুব গুরুত্বপুর্ন ?

দিপথা লীলারত্না সন্মানে শ্রীলংকান সম্প্রদায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল । লীলারত্না শ্রীলংকা এক্সপ্রেসের এর প্রতিষ্ঠাতা । সান ফ্রানানাডো ভ্যালিতে অবস্থিত শ্রীলংকা এক্সপ্রেস একটি ২৫ বছরের পুরোন সংবাদপত্র।

এথনিক মিডিয়া সেন্টারটি, ইনিষ্টটিউট অফ আর্টস এন্ড মিডিয়া এ্যাট দি সিএসইউএন এর অধীনে কাজ করে। এর মুল উদ্দেশ্য গনতান্ত্রিক সমাজে বিকল্প এবং ভিন্ন বা এথনিক জাতিগুলোর মিডিয়াকে বোঝা জনসাধারনের ভাবনাকে ধরা। এটি ভিন্ন জাতির গবেষনা প্যানেল , আলোচোন ও প্রকাশনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে । মুলত সেন্টারটি বিকল্প ধারার মিডিয়াকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। এদের কাজ লস এঞ্জেলসের নতুন গৃহে এথনিক মিডিয়ার সার্ভিস দেওয়া।

বিশ্বে প্রায় ১৮৫ টি স্বাধীন দেশ এবং ৬০০ ভাষাভাষি গোষ্ঠী রয়েছে । একই সাথে বিশ্বে প্রায় ৫০০০ এর মতো বিভিন্ন জাতি বা এথনিক গ্রুপ রয়েছে। এ সব জাতিসত্বা নতুন বিশ্বে একটা বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। দেশানায়েকের মন্তব্য , এথনিক মিডিয়া এখন গ্রহণযোগ্যভাবে যোগ্য নাগরিক গড়তে এবং তৈরী করতে পারে ।

ডা: কেন্ট ক্রিকটন যিনি সিএসইউএন -এর সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যান তিনি বলেন, এই সেন্টারে ক্যালিফোর্নিয়ায় প্রকাশিত বিভিন্ন এথনিক জার্নাল -এর আর্কাইভ বা সংগ্রহশালা তৈরী করতে হবে, যেমন এশিয়ান জার্নাল।

তিনি ঘোষান দেন এথনিক জাতিগুলোর প্রকাশনাকে সাহায্য করার জন্য এক মাইক্রো ফ্লিম এলাকা তৈরী করা হবে। তিনি পরামর্শ দেন এ রকম একটা বড় মাইক্রোফ্লিম প্রজেক্ট এর জন্য একটা মাইক্রোফিল্ম কোম্পানিকে কাজে লাগানো যেতে পারে।

ছবির খবর: গত ২১ জুন ডাউনটাউনের মিলিনিয়াম বিল্টমোর হোটেলে লস এঞ্জেলস প্রেস ক্লাব আয়োজিত ৫০তম বার্ষিক সাউদার্ণ ক্যালিফোর্নিয়া জার্নালিজম এওয়ার্ড অনুষ্ঠানে ডানদিক থেকে এল এ প্রেস ক্লাবের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ডায়ানা এল, চ্যানেল ফোরএর টপ অ্যাঙ্কর ও ইনভেষ্টিগেটিভ জার্নালিষ্ট (এই বছরের লাইফটাইম এচিভমেন্ট কুইন অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত) এনা গার্সিয়া এবং এল এ প্রেস ক্লাবের ডিরেক্টর একুশ পত্রিকার প্রকাশক ও সম্পাদক জাহান হাসান। এনা গার্সিয়া তার পুরস্কারপ্রাপ্তির পিছনে এই দেশে ইমিগ্র্যান্ট হবার সময় থেকে বর্তমান সাংবাদিকতার উৎকর্ষের পর্যায়ক্রম তুলে ধরেন এবং সাংবাদিকদের কোন সীমারেখায় আবদ্ধ না করে মুলধারায় অংশগ্রহনের আহ্বান জানান।

The Los Angeles Press Club

celebrated its 50th Annual Southern California Journalism Awards on June 21, honoring ABC's Bob Woodruff with the Daniel Pearl Award for courage and integrity in journalism. KNBC's Ana Garcia was the recipient of the Quinn Award for lifetime achievement, and the Los Angeles Times' Steve Lopez received the President's Award.

During the ceremony, which was dedicated to the memory of longtime broadcast newsman Hal Fishman, the club honored outstanding achievement among journalists in Southern California. The Los Angeles Times' Melissa Healy was named top print journalist of the year at a large circulation newspaper, while Anat Rubin was the winner in the smaller-circulation category. Antonio Valverde of KMEX won television journalist honors, and Steven Cuevas of KPCC won the radio journalist honors. NBC 4's Ana Garcia, a top anchor and investigative journalist,

ক্যালিফোর্ণিয়া রাজ্যের অর্থনীতিতে ইমিগ্র্যান্টদের ভূমিকা

ক্যালিফোর্ণিয়া রাজ্যের আইন প্রণেতারা খতিয়ে দেখছেন

একুশ রিপোর্ট:

বৈধ কিংবা অবৈধ এই উভয় প্রকারের ইমিগ্র্যান্টরা ক্যালিফোর্ণিয়া রাজ্যের অর্থনীতিতে ভালো নাকি মন্দ প্রভাব ফেলছে তা খতিয়ে দেখছেন রাজ্যটির আইন প্রণেতারা। আর তা করা হচ্ছে ধারাবাহিক 'পলিসি হিয়ারিং' বা শুনানির মাধ্যমে।

শুনানিতে অংশ নেয়া ইমিগ্রেশন গবেষকেরা নিশ্চিত করে বলেছেন যে, রাজ্যে বৈধ ও অবৈধ উভয় ধরনের ইমিগ্র্যান্টদের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। গবেষকেরা এও বলেছেন যে, এখন যে সব 'বেবি কুমার' ষাটোর্ধ্ব বয়সের কারণে বিভিন্ন পেশা থেকে ব্যাপকহারে অবসর গ্রহণ করছে, তাদের শূন্যস্থান পূরণের জন্য ইমিগ্র্যান্টদেরকে প্রয়োজন হবে।

শুনে রাজ্য সিনেটরেরা বলেছেন যে, ইমিগ্রেশন ইস্যুতে কোন আইন প্রণয়নের পথে পা বাড়ানোর আগে তারা খুঁটিনাটি সব ব্যাপার বা ফ্যাক্টগুলো জানতে চান। ইতিমধ্যে আইন প্রণেতারা রাজ্যসভায় বা সিনেটে একটি বিল উত্থাপনের উদ্যোগ নিচ্ছেন যাতে বলা থাকবে যে, অবৈধ ইমিগ্র্যান্টদের সন্তানরাও স্টেট কর্তৃক নির্ধারিত স্বল্প টিউশন ফি দিয়ে বৈধদের মতোই স্টেট কলেজ বা ভার্সিটিতে পড়াশুনা করতে পারবে।

তবে এ বিলের বিরোধিতাও করছেন কিছু আইন প্রণেতা। তাদের মতে, এই বিল অবৈধ ইমিগ্র্যান্টদেরকে 'আউট অব স্টেট' ইউএস সিটিজেন অর্থাৎ ক্যালিফোর্ণিয়ার বাইরের অন্য স্টেটের বাসিন্দা অথচ আমেরিকান নাগরিকদের চেয়ে অ্যাডভান্টেজ বা সুবিধা দেবে। উল্লেখ্য যে, অন্যান্য স্টেটের বাসিন্দারা ক্যালিফোর্ণিয়ায় পড়াশুনা করতে চাইলে তাদেরকে ক্যালিফোর্ণিয়া স্টেটের রেসিডেন্টদের চেয়ে অধিক টিউশন ফি পরিশোধ করতে হয়।

এদিকে কিছু কিছু সিনেটর ছাড়াও কিছু ইমিগ্রেশন বিষয়ক লেখক, সমালোচক ও সমালোচনা করেছেন প্রস্তাবিত বিলটির। তাদের মতে, যেখানে অন্যান্য স্টেটগুলো অবৈধ ইমিগ্র্যান্টদেরকে স্টেট কলেজ ভার্সিটিতে ভর্তি করার ব্যাপারে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে সেখানে ক্যালিফোর্ণিয়ার আইনসভা তাদেরকে বরং আরো অধিকতর প্রবেশাধিকার দিতে যেন চাপাচাপি শুরু করেছে।

গত মাসে নর্থ ক্যারোলিনা স্টেট ও অবৈধ ইমিগ্র্যান্টদের জন্য স্টেট কমিউনিটি কলেজে পড়াশোনার দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। অথচ ক্যালিফোর্ণিয়া বরং অবৈধ ইমিগ্র্যান্টদেরকে স্টেট কলেজ, ভার্সিটিতে পড়াশোনার সুযোগতো দিচ্ছেই বরং কিছু আইন প্রণেতা এমন একটি বিল উত্থাপনের জন্য লেগে পড়েছেন যে বিলের মাধ্যমে অবৈধ ইমিগ্র্যান্টরা এমনকি স্টেট ফাইন্যান্শ্যল এইড পাবে এবং ফি মওকুফ পর্যন্ত করিয়ে নিতে পারবে। আর এটাই হলো সমালোচকদের মাথা ব্যথার কারণ। তাদের মতে, এসব বিলের পেছনে সমর্থন যুগিয়ে ঐ সব আইন প্রণেতারা রাজ্যের এমনিতেই বিপর্যস্ত অর্থনীতির ওপর ফালতু চাপ আরো বাড়াচ্ছেন।

উল্লেখ্য যে, প্রতি বছর সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের হাইস্কুলগুলো থেকে প্রতি বছর আনুমানিক ৬৫,০০০ অবৈধ ইমিগ্র্যান্ট ছাত্র-ছাত্রী গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে এবং পরবর্তীতে কলেজে ভর্তি হয়।

তথ্য সূত্র ঃ ইমিগ্রেশন ওয়েবসাইট

আমেরিকায় গেস্ট ওয়ার্কাররা বঞ্চনার শিকার হচ্ছে

একুশ ডেস্ক, জুন ১৭, ০৮

এইচ-টুবি (H-2B) -তে আসা বিদেশী শ্রমিকরা আমেরিকায় তাদের ন্যায্য মজুরী ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। গত জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে সিগন্যাল ইন্টারন্যাশনাল শিপইয়ার্ডে কর্মরত এক ডজন ইন্ডিয়ান ওয়ার্কার তাদের ন্যায্য মজুরী ও বাসস্থান সুবিধার দাবীতে ৩ সপ্তাহ ব্যাপী অনশন ধর্মঘট করে ফেডারেল গর্ভমেন্টের কাছে প্রতিবাদ জানায়। তারা ভারতীয় এ্যাম্বাসীর সামনে গান্ধীর প্রতিকৃতির ছায়ার নীচে আমেরিকাতে গ্রীনকার্ড দেবার আশ্বাস দিয়ে নিয়ে আসা শ্রমিকদের মানবেতর জীবনের কথা তুলে ধরে। তারা গেস্ট ওয়ার্কার প্রোগ্রামকে এবিউসিভ এবং আমেরিকার লেবার ল'র সাথে তাদের সম্পৃক্ত করার দাবী তোলে। বিদেশ থেকে এই দেশে এইচ-টুবিতে গেস্ট ওয়ার্কারদের আগমন গত ৩-৪ বছর ধরে পুরোদমে শুরু হয়েছে। এখানে বিভিন্ন রিফাইনারী, শিপইয়ার্ডে এশিয়া এবং অন্যান্য দেশগুলি থেকে চুক্তির ভিত্তিতে শ্রমিক আনা হয়। নন-ফার্ম ওয়ার্কার হিসাবে, স্বল্প মেয়াদী শ্রমিক হিসাবে বিভিন্ন শিপইয়ার্ড, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, সামার রিসোর্ট অথবা ক্লিনিং-এর জন্যই সাধারণতঃ এইচ-টুবি ভিসা দিয়ে গেস্ট ওয়ার্কারদের আগমন। এই ভিসায় আসা শ্রমিকরা শুধুমাত্র একজন এম্পয়ারের কাছে কাজ করতে পারে। এখানে ট্রান্সফারের কোন সুযোগ নেই।

ফেডারেল অথরিটি এখনও এই ব্যাপারে সাধারণ শ্রমিক আইনে তাদের অবস্থান বিবেচনা করছে না। এই এইচ-টুবিতে আসা শ্রমিকদের প্রতি লেবার ডিপার্টমেন্টের কোন নিয়ন্ত্রণ নাই। তারা কন্ট্রাক্টে আসা মজুরীর ২৫ শতাংশও অনেক সময় পায় না। ওভারটাইমসহ ৬ দিন কাজ করাটাই তাদের জন্য স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত হয়েছে। কোন ওভারটাইম দেওয়া হয় না। হাউসিং দেশী স্টাইলের শিপইয়ার্ড বা অন্যান্য শ্রমিকদের মতোই এখানে যেসব কন্ট্রাক্টরা তাদের নিয়ে আসে তারাই সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে। হ্যারিকেন ক্যাটরিনার পর নিউ অরলিন্সে প্রচুর সংখ্যক বিদেশী শ্রমিককে চুক্তির ভিত্তিতে আনা হয়েছিলো এবং এবিউসের ঘটনা হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ও লেবার ডিপার্টমেন্ট পাশ কাটিয়ে গেছে।

অন্যদিকে এইচ-টুএ (H-2A) ভিসা ফার্ম ওয়ার্কারদের জন্য। তারা তাদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া বেতনের ৭৫ শতাংশসহ ফ্রী ভালো থাকা, খাবার ব্যবস্থা, ট্রাভেল কষ্ট, ওয়ার্কার কমপেনসেশন বেনেফিট এবং প্রয়োজনে সরকারী আইনের স্মরণাপন্ন হতে পারে। লেবার ডিপার্টমেন্ট এই এইচ-টুএ শ্রমিকদের কাজের মনিটরিং করে থাকে। এইচ-টুবিতে আসা শ্রমিকরা যদি তাদের ন্যায্য দাবীর কথা কন্ট্রাক্টরকে জানায় তাহলে তাদেরকে ফেরত পাঠানোর ও ব্ল্যাক লিস্টেড করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। সম্প্রতি বাংলাদেশ থেকে কিছু শ্রমিক এই ভিসার আন্ডারে এসেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। সরকারের উচিত তাদের স্থানীয় প্রতিনিধিদের মাধ্যমে সরেজমিনে এই সকল কন্ট্রাক্টরদের দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলির পূর্ববর্তী কার্যক্রম খতিয়ে দেখা। এতে আমাদের দেশ থেকে আসা শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য মজুরী ও সুযোগ সুবিধা পাবে। এই এইচ-টু ভিসায় আদম আমদানীতে স্থানীয় কয়েকজন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কর্মতৎপরতা চোখে পড়ছে।

দুই প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ইমিগ্র্যান্টদের পক্ষে বক্তব্যকালে গ্রেফতার করা হলো আরো ৪৫ ইমিগ্র্যান্ট শ্রমিককে

এনা, ওয়াশিংটন ডিসি থেকে : দুই প্রেসিডেন্ট প্রার্থী সিনেটর বরাক ওবামা এবং সিনেটর জন ম্যাককেইন যখন ইমিগ্রেশন ইস্যুতে নিজেদের অবস্থানকে সংহত করার যুক্তি প্রদর্শন করছেন ঠিক তেমনি সময়ে রাজধানী ডিসি সংলগ্ন একটি পেইন্টিং কোম্পানীতে হানা দিয়ে ৩০ জুন কমপক্ষে ৪৫ জন অবৈধ ইমিগ্র্যান্টকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ নিয়ে গত এক মাসে কমপক্ষে ৫২৭ জন ইমিগ্র্যান্ট শ্রমিককে গ্রেফতার করা হলো বিভিন্ন কারখানায় হানা দিয়ে। এর ফলে গোটা কম্যুনিটিতে পুনরায় আতংকের বিস্তার ঘটেছে। ইমিগ্রেশন বিভাগের লোকজন বলেছেন যে কংগ্রেসে নতুন বিল পাশ না হওয়ার আগ পর্যন্ত অবৈধভাবে বসবাসরতদের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান ক্রমান্বয়ে বাড়বে। নভেম্বরের নির্বাচনের আগে ৫ লক্ষাধিক অবৈধ ইমিগ্র্যান্টকে গ্রেফতার ও বহিস্কারের টার্গেট নিয়ে মাঠে নেমেছে শতাধিক গ্রুপ। এসব গ্রুপকে সহায়তার জন্যে সংশ্লিষ্ট পুলিশ প্রশাসনের কাছেও অনুরোধ জানানো হয়েছে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট থেকে। ইমিগ্রেশন এন্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্টের স্পেশাল এজেন্ট স্কট রিটেনবার্গ এ অভিযান প্রসঙ্গে বলেন, ১৮ মাস আগে প্রাপ্ত অভিযোগ অনুযায়ী এ তলস্নাশী চালানো হয়। কেননা প্রচলিত আইনে কোন কারখানায় অবৈধভাবে বসবাসরত ইমিগ্র্যান্টকে কাজ দেয়ার সুযোগ নেই। তিনি বলেন, মোট ৫০ জনকে গ্রেফতার করা হলেও পরবর্তিতে ৫ জন মহিলাকে ছেড়ে দেয়া হয় মানবিক বিষয় বিবেচনা করে। অবশিষ্ট ৪৫ জনের মধ্যে ১০ জন মহিলা রয়েছেন। প্রসঙ্গত উলেস্নখ্য যে, মাত্র দুদিন আগেই আমেরিকার বড় দুই পার্টির দুই প্রেসিডেন্ট প্রার্থী জোরকণ্ঠে অঙ্গিকার করেন যে কঠোর পরিশ্রমী ইমিগ্র্যান্টদের নিরাপত্তায় সবধরনের সুবিধা নিশ্চিত করা হবে। এছাড়া দীর্ঘদিন থেকে যারা আমেরিকায় বাস করছেন কিন্তু নানা কারণে এখনও বৈধভাবে বসবাসের সুযোগ পাননি, তাদের ব্যাপারেও সুবিবেচনাসুলভ পদক্ষেপ নিতে তারা কার্পণ্য করবেন না বলে বক্তব্য রেখেছেন। এর আগে মে ও জুন মাসে লসএঞ্জেলেস, ওহাইয়ো, টেক্সাসে অভিযান চালিয়ে ৪ শতাধিক অবৈধ ইমিগ্র্যান্ট শ্রমিককে গ্রেফতারের পর স্ব স্ব দেশে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

কর্মক্ষেত্রে অধিক হিস্পানিকের মৃত্যু

ঠিকানা রিপোর্ট: অন্যান্য জনগোষ্ঠীর তুলনায় হিস্পানিকরাই কর্মক্ষেত্রে অধিক সংখ্যায় মারা গিয়েছে। সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল এন্ড প্রিভেনশনের ১৯৯২ থেকে ২০০৬ সালের পরিসংখ্যান থেকে এ তথ্য জানা গেছে। প্রাপ্ত তথ্যানুসারে ১৯৯২ থেকে ২০০৬ সাল কর্ম সংশ্লিষ্ট আঘাতপ্রাপ্ত ও মারা যাওয়া হিস্পানিক শ্রমিকের সংখ্যা হচ্ছে ১১,০০০। ২০০৬ সালে প্রতি ১ হাজার হিস্পানিক শ্রমিকের মধ্যে কর্মক্ষেত্রে আঘাতজনিত মৃত্যুর হার ছিলো ৫। নন হিস্পানিক শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে আঘাতজনিত মৃত্যুর হার ৪ এবং নন হিস্পানিক কৃষ্ণকায় শ্রমিকদের হার ৩.৭। আটলান্টা ভিত্তিক সেন্টারস মরবিডিটি এন্ড মর্টালিটি উইকলী রিপোর্টের প্রতিবেদনে বলা হয় যে হিস্পানিক শ্রমিকরা ঝুঁকিপূর্ণ কাজে জড়িত।

একুশ পড়ুন
একুশে বিজ্ঞাপন দিন
একুশ পত্রিকায় লিখুন
Ekush:818-941-3876

এইচ- বি ভিসা পাওয়া বলতে কি বোঝায়?

এর মানে হচ্ছে একজন অভিবাসী কর্মী বা চাকুরীজীবি দরখাস্তের মাধ্যমে তার অবস্থান পরিবর্তন করতে চাচ্ছে, (যেমন একজন ছাত্র বা পর্যটক এইচ-১ বি অর্জন করতে চাচ্ছে) এবং দরখাস্ত গ্রহণ করা হবে যোগ্যতা অর্জনের পর। পরিবর্তনের নিশ্চিয়তা নিশ্চিত নয়, মানে দরখাস্ত করলেই যে তার ভিসা অর্জন হয়ে যাবে তা নয়।

--যদি কেউ অক্টোবরের ১ তারিখে তার দরখাস্ত প্রসেস বা প্রক্রিয়া করার শুরুর তারিখ পায় তাহলে সে কি আমেরিকাতে বৈধভাবে থাকতে পারবে।

কেউ আমেরিকাতে বৈধ ভাবে থাকতে পারবে যদি তার আগের অবস্থা অক্টোবরের ১, ২০০৮ এর মধ্যে সঠিক থাকে (যেমন যদি কেউ পর্যটক বা টুরিষ্ট হিসেবে আমেরিকাতে আসে) এবং যদি তার ১-৯৪ কার্ড বলে যে সে অক্টোবরের ১ তারিখ বা তার পরে আমেরিকাতে কাজ করতে পারবে না , তাহলে সে এই সময় পর্যন্ত আমেরিকাতে থাকতে পারবে কিন্তু কোন চাকুরী করতে পারবে না , যদি না এইচ -১-বির মাধ্যমে সে তার অবস্থা পরিবর্তন করতে পারে।

ছাত্ররা যারা তাদের এইচ -১বির মাধ্যমে তাদের অবস্থা পরিবর্তন করতে চাচ্ছে তাদের অবস্থা ভিন্ন। অতীতে আইএনএস একটা নীতি চালু করেছিল, যে সমস্ত ছাত্ররা গ্রাজুয়েশন বা স্নাতকপর্ব শেষ করেছে তারা অক্টোবরের ১ তারিখ পর্যন্ত আমেরিকায় থাকতে পারবে এবং কাজ করতে পারবে। কিন্তু এখন ইউএসসিএস একই ধরণের সুবিধা প্রয়োগ করতে পারবে কিনা ?

--যদি কেউ বর্তমানে এইচ -১বি অবস্থায় আছে এবং সে তার পরে অতিরিক্ত সুবিধার জন্য দরখাস্ত করছে বা করতে চাচ্ছে তাহলে কি সে এই সুযোগ হারাতে পারে? সে কি তার সব সুবিধা হারাতে পারে বা এই স্ট্যাটাসের বাইরে চলে যাবে।

এর উত্তর হচ্ছে না, এইচ-১বি কেবল নতুন লোকদের জন্য যারা নতুন এইচ-১বি -র জন্য দরখাস্ত করতে পারবে। যদি কোন কর্মী এইচ-১ বি স্ট্যাটাস পায় এবং যদি সে একই চাকুরীদাতা বা নতুন চাকুরীদাতার মাধ্যমে দরখাস্ত করে তাহলেও সেই এই সুবিধার জন্য বিবেচিত হবে না।

--কেউ যদি এইচ-১ বি সুবিধাভোগী না হয় এবং তার চাকুরীদাতা তাকে স্পন্সর বা তাকে এই সুবিধার আওতায় আনতে চায় তাহলে সে কিভাবে এই সুবিধা পেতে পারে এবং তা দিয়ে সে কি করবে ?

অবশ্যই এখন দ্রুত এইচ-১ বি দরখাস্ত করা উচিত। আবেদন করার জন্য যে যত দেরী করবে ততই সে ভিসা না পাবার দলে পড়ে যেতে পারে।

যাদের এইচ -১ বি ভিসা প্রয়োজন অবশ্য তারা অভিবাসী আইনজীবিদের সাথে এখনই যোগাযোগ করে নিশ্চিত করে যে তারা দ্রুত তাদের দরখাস্ত জমা দিচ্ছে। মনে রাখতে হবে, যে কোন ক্ষেত্রে দেরী করলে তার কোন ফল আসে না।

এই লেখাটি সাধারন জ্ঞাননির্ভর। প্রয়োজনে অভিবাসী আইনজীবিদের সাহায্য নিন।

মর্টগেজ প্রতারণা:

Video & Pic.
www.EkushTube.com

৪০০ জনের বিরুদ্ধে চার্জ

ফোরক্লোজারে ক্যালিফোর্ণিয়া ১ নম্বরে

একুশ ডেস্ক, জুন ২০, ০৮

রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় জড়িত সংঘবদ্ধ প্রতারকদের দ্বারা এ পর্যন্ত ১.৪ বিলিয়ন ডলারের জালিয়াতি হয়েছে। এই সেক্টরে ধ্বস নামার পর জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট গত মার্চ মাস থেকে ইনভেস্টিগেশনে নামে। তার সূত্র ধরে গত ১৯ জুন ৪০০ জনের বেশী স্ক্যাম আর্চিস্টদের গ্রেফতার করে। ওয়াল স্ট্রীট এক্সিকিউটিভরা বাদ পড়েনি। এদের মাঝে আছে ব্রোকারস, এপ্রেইজারস, ব্যাংকার্স এবং লেন্ডারস।

এফবিআই-এর সূত্র অনুযায়ী এই প্রতারক চক্রের কারণে শুধুমাত্র আমেরিকাতেই নয়, সারা বিশ্বে ১ ট্রিলিয়ন ডলার ক্ষতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে রিয়েল এস্টেট সেক্টর। ইনফ্লেটেড লোনের কারণে ফোরক্লোজারে যেতে বাধ্য হচ্ছে ভুক্তভোগীরা যা আর্থিক ও সামাজিকভাবে প্রচন্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সাধারণ মানুষ। এর ফলে ক্রেডিট স্কোরে ধ্বস নেমেছে। ক্রেডিট কার্ড ডিলিংকোয়েন্সির হার এখন গত ছয় বছরের মধ্যে শীর্ষে। মিড-২০০১ থেকে আর্লি ২০০৬ পর্যন্ত হাউজিং বুমের সময় ব্যাংক ক্রেডিট কার্ডের লিমিট প্রায় ৬০ শতাংশেরও বেশী বর্ধিত করে। কারণ হোম ইকুইটি বাড়ার সাথে সাথে কার্ডের লিমিটও অটোমেটিক্যালি বেড়ে যায়। অন্যদিকে সমস্ত ব্যাংক নতুন ক্রেডিট কার্ড একাউন্ট খোলার উদ্দেশ্যে কাস্টমারদের যে কোন ছাড় দেবার জন্য প্রস্ত্ততি নেয়; ফলে নতুন একাউন্টের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। অনেকে বাড়ির বর্ধিত ইকুইটি থেকে লোন নিয়ে ক্রেডিট কার্ড পরিশোধ করে দেয়। ফলে বাড়ির পেমেন্টের উপর চাপ পড়ে। বর্তমানে ৪৬১ বিলিয়ন ডলার ক্রেডিট কার্ড ঋণ ও ৬.৫ ট্রিলিয়ন ডলার মর্টগেজ বেকড সিকিউরিটি রয়েছে।

এফবিআই তাদের 'অপারেশন মেলিশিয়াস মর্টগেজ' সূত্র ধরে ১৯টি কোম্পানীকে তাদের তদন্তের আওতায় এনেছে। ক্যালিফোর্ণিয়াতেই সবচেয়ে বেশী ''ফ্রড ফর প্রফিটের'' ঘটনা ঘটেছে। লস এঞ্জেলেসে এফবিআই-এর ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম সেকশন তাদের নতুন অপারেশন SCAM (Southern California Mortgage)-এর আওতায় ইউএস এটর্নি অফিস, আইআরএস, ইউএস পোস্টাল ইন্সপেকশন সার্ভিস, স্মল বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন ও অন্যান্য এজেন্সীদের সাথে একযোগে কাজ শুরু করেছে। ফ্রড ফর প্রফিট ও ফ্রড ফর হাউজিং তদন্তের আওতায় ৮০ শতাংশ মর্টগেজ ফ্রডের মধ্যে পড়েছে, যারা ফাইন্যান্সিয়াল যোগসাজসে বাড়ির দাম বাড়িয়ে তাদের মুনাফা লুটেছে। গত বছরের তুলনায় এ বছর ৭৯ শতাংশ বাড়ি ফোরক্লোজারের রেট বেড়েছে।

মর্টগেজ প্রতারণা আমেরিকার বর্তমান অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্য দায়ী বলে বিচার বিভাগের সংবাদ সম্মেলনে উল্লেখ করা হয়। লস এঞ্জেলেসেও প্রবাসীরা তাদের বাড়িজনিত ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে চরম উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছেন। এরিজোনায় যারা একের অধিক বাড়ি কিনেছিলেন তারা প্রায় সবাই অনেক বাড়ি ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছেন। স্টেট ওয়াইড সিঙ্গেল ফ্যামিলী বাড়ির দাম ৩৫.৩ শতাংশ কমেছে। যে বাড়ির দাম ছিল গত মে, ২০০৭ ৳ ৫৯৪,৫৩০ তা এই বছর একই সময় ৳ ২১,০০০ এ ঠেকেছে।

বাড়ির মূল্যের নিম্নগতি প্রতি সপ্তাহে ৩৮০০ ডলার ও প্রতিদিন ৫৪৯ ডলার হারে কমেছে গত মে মাস পর্যন্ত। প্যামডেলে বাড়ির দাম কমেছে ৪২ শতাংশ, ল্যাকাস্টারে ৩৮ শতাংশ, ভিক্টরভিলে ৪০ শতাংশ, সান বেরনান্ডিনো কাউন্টিতে ৩১ শতাংশ, রিভারসাইড কাউন্টিতে ২৮.৬ শতাংশ এবং লস এঞ্জেলেসে ২৩ শতাংশ। অনেকেই এখন বাড়ি কিনতে উৎসাহী হচ্ছেন শহরের উপকণ্ঠে কিন্তু গ্যাসের দামের উর্ধ্বগতির সাথে হিসাব মিলাতে পারছেন না। স্থানীয় রিয়েলেটর শাহানা পারভীন বলেন, এখন বাড়ি কেনার জন্য কাস্টমার অনেক, শর্ট সেল অনেক বেড়েছে তবে ক্রেডিট অবস্থার কড়াকড়ির কারণে অনেকেই তাদের কাংখিত বাড়ি কিনতে পারছেন না। অর্থনীতিবিদ ক্রিস্টোফার থর্ণবার্গের (বেকন ইকোনমিকস) মতে বাড়ির দাম আরও কমা উচিত এবং মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মাঝে আসতে হবে। আর্টিফিশিয়ালী বাড়ির দাম বাড়ার দিন শেষ। তবে গত বছরের পীক দাম থেকে ৪০-৫০% দাম কমে গিয়ে হাউসিং মার্কেট স্থিতিশীলতায় আসবে।

নিউইয়র্কে রিয়েল এস্টেট প্রতারণায় গ্রেফতার হয়েছেন জ্যাকব মিল্টন ও নীরা রাব্বানী। তারা তাদের দোষ স্বীকার করেছে। অন্যান্য সিটিতেও বাংলাদেশীদের সম্পৃক্ততার কথা উল্লেখ করেছে ঠিকানা।

(এলএ টাইমস, ডেসার্ট সান, এএফপি, রয়টার্স , ডাটা কুইক, রিয়েল এস্টেট সোর্স)

স্থানীয় রিয়েলেটর শাহানা পারভীন। ছবি-একুশ

খূজে নিন আপনার পছন্দের রিয়্যাল এস্টেট কর্মী।

একুশ ডেস্ক:

***আধুনিক যুগে ঘর কেনার ঝক্কি আর ক্রেতারা নিতে চায় না। তারা চায় এমন একজন ব্যক্তিকে যারা ক্রেতার হয়ে তার মনের মতো ঘর তাকে কিনে দেবে বা কিনতে সাহায্য করবে। বর্তমানে এ পেশায় নিয়োজিত লোকদের বলা হয় রিয়্যাল এস্টেট হাউজিং এজেন্ট বা কর্মী।

রিয়্যাল এস্টেট কর্মীরা ঘর কেনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে।

রিয়্যাল এজেন্ট পছন্দ করার আগে পছন্দের ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানের ঋণ পাওয়া নিশ্চিত করতে হবে। যখনই কেউ ধারণা করতে পারবে সে তার ঘর কেনার জন্য কতটা ব্যয় করতে পারবে তখনই সে একজন রিয়্যাল এস্টেট কর্মী খুজে বার করবে। এই রিয়্যাল স্টেটস কর্মী ক্রেতার জন্য একটা ভালো ঘর খুঁজে বের করবে এবং ক্রেতার ঘর কেনার অভিজ্ঞতাকে সে আনন্দদায়ক করবে।

রিয়্যাল এস্টেট এজেন্টর কাছ যাবার আগে বন্ধু বা আত্মীয়দের কাছে ভালো এজেন্টের ব্যাপারে খোঁজ নেওয়া উচিত এবং তারা যে সমস্ত এজেন্টদের সাথে কাজ করেছে সে রকম কারো নাম তাদের বলা উচিত। এভাবেই যে কেউ ভালো চিন্তা ও কাজ সরবরাহ করতে পারবে। যে কেউ এর মধ্যে দিয়ে এমন এক কর্মী বের করতে পারবে যার সাথে সে সহজভাবে কাজ করতে পারে।

এখানে এমন কিছু প্রশ্ন রয়েছে যার মাধ্যমে একজন খুঁজে বের করতে পারবে কিভাবে একজন রিয়্যাল এস্টেট কোম্পানির ভালো বিক্রয় কর্মীকে বোঝা সম্ভব।

কোন ধরণের ব্যক্তি বা সমাজে এজেন্ট ঘর বিক্রি করে বা এজেন্ট কোথায় ঘর বিক্রি করে?

এজেন্টটিকে কি পেশাদার মনে হয় ?

এজেন্ট কি সকল প্রশ্নের উত্তর দেয় ?

এজেন্ট কি যে ঘর চায় তার সকল প্রশ্নের উপর মনোযোগ দেয় ?

কি কারণে এজেন্টটিকে সফল মনে হয় ?

ঘর খুঁজে বের করার জন্য এজেন্টের কতটা সময় রয়েছে ?

সে কি ক্রেতার সময় ধরে কাজ করতে পারে?

কোন এজেন্টের কাছে বিক্রয় পুর্ব তথ্য থাকলে এজেন্টের কাছে সঠিক দামে ভালো বা ঠিক ঘরটি খুঁজে বের করার সম্ভাবনা থাকবে। সে আপনাকে বিভিন্ন প্রতিবেশী বা পড়শীদের সম্বন্ধে তথ্য সরবরারহ করতে পারবে যা এর আগে কেউ বিবেচনা করেননি এবং একজন এজেন্ট আপনাকে বাস্তবিক উপদেশ দিতে পারবে যে কি ঘরে কি কি জিনিষ সবচেয়ে ভালো মানায়।

যখন কোন ঘর কেনার ব্যাপারটি চলে আসে তখন একজন রিয়্যাল এস্টেট এজেন্ট একটা লিখিত কাগজ তৈরী করবে এবং ক্রেতার ঘর কেনার প্রস্ত্ততির বিষয়গুলো দেখবে যাতে তা ক্রেতার জন্য সুবিধাজনক হয়। সে সবকিছু মিলিয়ে দেখবে। বিক্রেতারা চায় ক্রেতাদের কাছে থেকে কোন প্রস্তাব এবং কোন অনুমোদন যে যথারীতি টাকা জমিয়ে রেখেছে। এর ফলে ক্রেতার ঘর কেনা ব্যাপারটিকে সহজ করে।

ক্রেতাকে নিজের ক্ষমতায় রিয়্যাল এস্টেস্ট এজেন্টকে ব্যবহার করতে হবে। তারা ক্রেতাকে শিক্ষিত করবে বা ধারণা দিবে যাতে সে সিদ্ধান্ত নিতে পারে কত দামের মধ্যে একটি ভালো ঘর বা বাসা কেনা যায়। একজন রিয়্যাল এস্টেট এজেন্ট বাসা বা ঘর কেনার ব্যাপারে একজন বিশেষজ্ঞ । সে জানে ঠিক কি ধরণের ঘর বা বাসা বাজারে পাওয়া যায় এবং ক্রেতা কি ধরণের বাসা তার বর্তমান বাস্তবতায় কিনতে পারবে।

ক্রেতাকে সঠিক মানুষটি বেছে নেওয়ার জন্য সময় নিতে হবে যে তাকে আমেরিকায় একটা স্বপ্নের ঘর এনে দেবার জন্য তৈরী ।

যে সমস্ত হোটেল ও রেস্তোরা মালিক তার কর্মীদের ওভারটাইম দেবে না তারা তাদের কর্মচারীদের অতিরিক্ত টাকা ও জরিমানা দিতে বাধ্য থাকবে

অনেক রেস্তোরা বা হোটেলে কাজ করা কর্মীরা খাটে অনেক, কিন্তু সেই অনুপাতে পারিশ্রমিক পায় না। এবং তাদের যে বখশিস বা টিপস দেওয়া হয় সেটা আবার তাদের রেস্টুরেন্টে বা হোটেলেই ফেরত দিতে হয়। এ সমস্ত হোটেলের কর্মচারীদের অনেক মানুষের সাথে গাদগাদি করে একসাথে থাকতে হয়। কিন্তু তারা এ সব অনিয়ম নিয়ে অভিযোগ করতে ভয় পায় কারণ তারা আমেরিকাতে অভিবাসী বা বিদেশী বা তাদের মধ্যে অনেকে অবৈধভাবে এদেশে আছে। ঘটনা হচ্ছে যে কোন কর্মীর সাথে এ ধরণের আচরণ অবৈধ। হোটেল, রেস্তোরার কর্মীদের এ সব অনিয়মের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার অধিকার আছে। যদি তাদের অধিকার ক্ষুন্ন হয় তাহলে তাদের ক্ষতিপুরণ পাওয়ার ও টাকা পাওয়ার অধিকার আছে।

রেস্তোরা কর্মীরা প্রতি ঘন্টায় কাজের জন্য টাকা পাওয়ার অধিকার রাখে। এমনকি সে যদি আমেরিকায় অবৈধ হয়। মালিক তাকে প্রতি ঘন্টা মজুরী হিসেবে অন্তত ৮ ডলার বেতন দিতে বাধ্য। যদি কোন রেস্তোরা পুরো ঘন্টার বেতন না দেয় তাহলে সে বেতন নীতি না মানার কারনে অবৈধ ব্যবসার দায়ে অভিযুক্ত হবে ।

রেস্তোরার কর্মীদের প্রতি ঘন্টা বা তার অর্ধেক হিসেব ধরে দিনে আট ঘন্টার চুক্তিতে কাজ করার অধিকার রয়েছে। দিনে আট ঘন্টা কাজ করার পরে যেটুকু সময় সে হোটেলের কাজে দেবে তার জন্য সে অতিরিক্ত মজুরী পাবে।

অনেক সময় কাজের ধরণ দেখে হোটেলে সময়ের বিভিন্ন বিভাগ তৈরী হয়। বিভিন্ন কাজের যে আলাদা ভাগ হয় সে অনুসারে কর্মীরা কাজের মাঝখানে বিরতি পায়। দিনের মধ্যে কয়েক ঘন্টার জন্য এ রকম কাজের মাঝে মাঝে বিরতি থাকে। এ সব বিরতি দশ মিনিটের খাবার বিরতি নয় । এ রকম কোন বিচ্ছিন্ন সময়ে বা বিরতির মাঝখানে কাজ করার জন্য হোটেলগুলো আরো অতিরিক্ত টাকা প্রদান করার কথা।

ক্যালিফোর্নিয়ায় অনেকে খরিদ্দার বা গ্রাহক রেস্তোরা বা হোটেলগুলোতে কর্মীদের জন্য বখশিশ রেখে যায়। অনেক রেস্তোরা বা হোটেলে কর্মীদের বা ম্যানেজমেন্টর সঙ্গে কর্মচারীদের এই বখশিস ভাগাভাগি করতে হয় । এটা আইন বিরুদ্ধ যে, কোন কর্মী তার অর্জন করা টাকা আবার তার হোটেল মালিককে ফেরত দিতে বাধ্য।

রেস্তোরাগুলোর আরেকটি অভ্যাস হচ্ছে কর্মীদের থাকার ব্যবস্থা করা। ক্যালিফোর্নিয়ার আইন হোটেল কর্মীদের থাকার জন্য ঋণ দেয় । কিন্তু তারা যে পরিমাণ ঋণ দেয় তা পরিমাণে খুব কম। কর্মীদের অবশ্য একটা ভালো ঘর দরকার এবং তা কারো সাথে ভাগাভাগি করে নয়, যদি না তার কোন সন্তান থাকে। যদি কর্মীরা একঘরে গাদগাদি করে বাস করে তাহলে তাতে ক্যালিফোর্নিয়ার আইন ভঙ্গ হয়।

হোটেল মালিকদের আরেকটি অবৈধ কাজ হচ্ছে কোন ট্যাক্স কাটা ছাড়া সারাসরি ক্যাশে বেতন দেওয়া । এর ফলে মালিককে কোন ট্যাক্স বা সোশ্যাল সিকিউরিটি দিতে হয় না। যার ফলে তারা কর্মীদের কমপনসেট ইনসুরেন্স বা বিশেষ ক্ষতিপুরণ দিতে ব্যর্থ হয় এবং তারা কর্মীদের সাথে এমন আচরণ করে যেন তা এক স্বাধীন চুক্তি।

হোটেল কর্মী যে ঠিকমতো টাকা পায় না এটা প্রমাণ করার জন্য কর্মীর কোন কাগজের প্রয়োজন নেই। কর্মীদের অবশ্যই তিন বছরের পে রোল এবং টাইম কার্ডের রেকর্ড রাখা দরকার। যদি মালিকের সে রকম কোন রেকর্ড না থাকে তাহলে মালিক নিজে আরেকটি অপরাধ করলো এবং সে এই কেসে হেরে যাবে।

কোন কর্মী যদি এ ধরণের অপরাধ বা ঘটনার প্রমাণ হাজির করতে পারে তাহলে সে রেস্তোরা থেকে সকল টাকা সুদ সমেত ফেরত পাবে। যদি এ ঘটনা প্রমাণিত হয় তবে হোটেল মালিককে আরো অতিরিক্ত টাকা জারিমানা করা হবে। যার ফলে যদি কোন কর্মী সামান্য অর্থের জন্য কেস করে তাহলেও সে অনেক বেশী টাকা ক্ষতিপুরণ আদায় করতে পারবে। যার ফলে যে কোন আইনজীবি তার কেস নিতে রাজী হবে।

(এটর্নি ক্যাথি এল কারওয়ে - হাওয়ার্ড এন্ড এ্যাটর্নি জোয়েল বানডার)

মানুষের চাবিকাঠি হওয়া উচিত সহানুভূতিশীল ও নেতিবাচক মনোভাব প্রত্যাহার করা:

সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক ক্যালিফোর্নিয়ার সেমিনার

সেন্টার ফর প্যাসিফিক এশিয়ান ফ্যামিলি এন্ড সাহারা নামক প্রতিষ্ঠান এর সহায়তায় সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক ক্যালিফোর্নিয়া , দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলোর ঘরে ঘটে যাওয়া নির্যাতনে সহায়তা দিয়ে থাকে। এ কারণে তারা বিভিন্ন কর্মশালা পরিচালনা করে যাতে নারী ও শিশু নির্যাতনের ব্যাপারে সচতেনতার হার বাড়তে থাকে। তারা এ ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন টুলস বা নির্যাতন প্রতিরোধ পদ্ধতি সরবরাহ করে যাতে পরিবারগুলোতে শান্তি বজায় থাকে। সম্প্রতি এক কর্মশালার বিষয় ছিল- হাত আঘাত করার জন্য নয়। এই কর্মশালার লক্ষ্য ছিল ছেলেমেয়েরা যাতে শেখে মারামারি করা ঠিক নয়। একে অপররের সাথে যোগাযোগ ও মেলামেশা করা উচিত। বিষয়টি সময়োচিত এবং খুবই সাহায্যকারী। কর্মশালায় নির্যাতন নেই এমন যোগাযোগ আলোচনা করে, রাগ কি ভাবে মানুষের মস্তিকে প্রভাব ফেলে তার উপর এবং এ ব্যাপারে তথ্য সরবরাহ করা হয় । অংশ গ্রহণের মাধ্যমে কি ভাবে রাগ প্রকাশ এবং যোগাযোগের বিকল্পধারা গুলোকে সঠিক ভাবে ব্যাবহার করা যায় তার উপর অংশগ্রহণ করা হয়। এটি সমান ও স্বাস্থ্যবান সম্পর্ক তৈরী করে। ঘরে এমন নিময় তৈরী করা উচিত ঘরের প্রত্যেকটি মানুষের মতামতে নিয়ে। অনুষ্ঠান পরিচালকদের মতে প্রধান মানুষের চাবিকাঠি হওয়া উচিত সহানুভূতিশীল ও নেতিবচাক মনোভাব প্রত্যাহার করা। কারো মনে রাগ বা আঘাতের সৃস্টি করে এবং যা একটা দ্বন্দ তৈরী করে এমন কিছু না করা । আঘাত না করে যোগাযোগ তৈরী করা মানুষের উৎসাহ বাড়ায় এবং একে অন্যের সাথে এক সুন্দর সম্পর্ক বজায় রাখতে সাহায্যতা করে , যা তৈরী হয় একে অপররের প্রয়োজনীয়তাকে বোঝার মধ্যে দিয়ে।

On Tuesday, March 25th, 2008 at 4a.m. in Hollywood, CA, Mohammad Usman Chaudhry, a highly functioning autistic person, was shot multiple times and killed by the LAPD (Hollywood Division) on the 1400 block of Curson Ave. Usman was still in handcuffs when examined by the coroner. Family members of Usman were not told about his death until 21 days after the killing. To support Usman's family and Demand an End to Police Violence against our youth and our communitiesSouth Asian Network arranged A Community Candlelight Vigil on June 21st in Hollywood, CA